Contents

কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহ্‌র আলোকে

ঈদের সংক্ষিপ্ত মাসায়িল

শাইখ মতীউর রহমান মাদানী

আলোচক, পিস টিভি বাংলা

ঈদের সংক্ষিপ্ত মাসায়িল

সংকলন

শাইখ মতীউর রহমান মাদানী

অনার্স হাদীস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনাহ, সৌদি আরব।

বিশিষ্ট আলিম, গবেষক ও আলোচক পিচ টিভি বাংলা।

দাঈ, ইসলামীক কালচারাল সেন্টার, দাম্মাম, সৌদি আরব।

المختصر المفيد في أحكام العيد

إعداد: الشيخ مطيع الرحمن المدني

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯৭০-৯৩৪৩২৫

www.waytojannah.com

Contents

প্রকাশক

যায়নুল আবিদীন বিন নুমান

ডি.এইচ (মুমতায), বি.এ অনার্স (ইসলামিক স্টাডিজ), রাবি।

সহকারী শিক্ষক, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্‌

প্রকাশনায়

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯৭০-৯৩৪৩২৫,

wahidiyalibrary@gmail.com

ওয়েব: *http://wahidiyalibrary.blogspot.com*

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী।

বিন্যাস

হাবিবুল্লাহ

প্রচ্ছদ

মাক্বছুদুর রহমান

সহকারী শিক্ষক, মাদ্‌রাসা ইশাআতুল ইসলাম আস-সালাফিয়্যাহ্‌

নির্ধারিত মূল্য: ১০ টাকা মাত্র

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

◈ ঈদের বিধান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৪
১. ঈদের সলাতের বিধান ৪
২. ঈদের সলাতের আগে ও পরে নফল পড়ার বিধান ৬
৩. ঈদের সলাতের স্থান ৭
৪. ঈদের সলাতের সময় ৮
৫. ঈদের সলাতের জন্য কোন আযান নেই ৮
৬. খুত্‌বার আগে ঈদের সালাত ৯
৭. ঈদের সলাতের তাকবীর ১০
৮. ঈদের সলাতের ক্বিরাত ১১
৯. ঈদের সলাতে কাযা করা ১২
১০. সফরে ঈদের সলাত ১৪
১১. জুম্‌'আ ও ঈদ একত্রিত হওয়া ১৫
১২. ঈদের খুত্‌বার বিধান ১৬
◈ ঈদের সুন্নাত ও মুস্‌তাহাব কাজসমূহ ১৭
১. ঈদে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করা........ ১৭
২. গোসল এবং সাজ-সজ্জা ১৮
৩. ঈদের সলাতের পূর্বে খাওয়া ১৯
৪. ঈদগাহে বের হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করা ২০
৫. মহিলা ও শিশুদের ঈদগাহে যাওয়া ২০
৬. ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া ২১
৭. ঈদের মুবারকবাদ দেয়া ২২
৮. ঈদগাহে যাতায়াতে পরিবর্তন ২২
৯. ঈদে খুশী-আনন্দ...................................২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈদের বিধান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর।

অতঃপর মহান আল্লাহ্‌র মহা অনুগ্রহ ও দয়ার অন্যতম হলো যে, তিনি আমাদেরকে এমন কিছু দিবস দান করেছেন, যাকে আনন্দ উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং তাতে অতি সুন্দর রহস্য নিহিত রেখেছেন। আর আমাদেরকে ঐ দিবস গুলিতে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ ও মুবারকবাদ পেশ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। কারণ, তিনি নিজ বান্দা সম্পর্কে এবং তাদের জন্য যা উপকারী তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। আমি এই পুস্তিকায় সংক্ষিপ্তাকারে ঈদের বিধানাবলী উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ্‌।

১. ঈদের সলাতের বিধান

ঈদের হুকুম (বিধান) সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে বলিষ্ঠ মত হলো যে, তা ফরয। যার দলীল:

১. মহান আল্লাহ্‌ এই সলাতের আদেশ দিয়েছেন-

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সলাত (ঈদের নামায) আদায় কর এবং কুরবানী কর।[১]

কারণ, মহান আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা ফরয। আর নবী ﷺ মহিলাদেরও ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. প্রিয় নবী ﷺ ঈদের সলাত সর্বদা আদায় করেছেন এবং তিনি ﷺ কখনো এই সলাত ছাড়েননি।

৩. ঈদের সলাত দ্বীন ইসলামের প্রকাশ্য নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত, আর ইসলাম ধর্মের প্রকাশ্য নিদর্শন হচ্ছে ফরয; যেমন আযান ইত্যাদি।

আর সেই জন্য শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, "আমরা এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছি যে, ঈদের সলাত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয এবং যারা বলেন যে, তা ফরয নয়; উক্ত মতটি দলীল প্রমাণ হতে অনেক দূরে। কেননা, ঈদ হচ্ছে ইসলামের একটি নিদর্শন এবং মুসলিমগণ এই ঈদে জুমার চেয়েও বেশী সংখ্যায় সমবেত হন এবং তাতে তাকবীরের বিধান দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলেন যে, তা ফরযে কিফায়া উক্তিটি যুক্তিযুক্ত নয়।

ঈদের সলাত ফরয, এই উক্তিটির সমর্থন করেছেন, ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম, ইমাম শাওকানী, ইমাম ইবনু সা'দী এবং ইবনু উসাইমীন (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)। তাই ঈদের সলাতে উপস্থিত হতে গাফিলতিকারীরা আনন্দ-উৎসবের দিনে বড়

---

১. সূরা আল-কাওসার-২

গুনাহ্গার ও মহান আল্লাহ্র পুরস্কারের দিবসে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত।

২. ঈদের সলাতের আগে ও পরে নফল পড়ার বিধান

ক) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) বের হলেন এবং দুই রাকা'আত সলাত আদায় করলেন, উহার আগে কিংবা পরে কোন সলাত পড়লেন না।[২]

খ) আবু সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا . فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

"রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের পূর্বে কোন সলাত পড়তেন না, কিন্তু যখন বাড়ি পৌঁছতেন, দুই রাকা'আত সালাত আদায় করতেন"।[৩]

তাই উক্ত দুইটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে

১. ঈদের সলাতের আগে বা পরে কোন সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্ বা নফল সলাত নেই, যা ইবনু আব্বাসের হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট।

---

২. বুখারী তাও. হা/৯৩১ ও মুসলিম মাশা. হা/১১৬১, মিশকাত হাএ. হা/১৪৩০

৩. ইবনু মাযাহ তাও. হা/১২৯৩, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন

www.waytojannah.com

২. তবে যদি কেউ ঈদের সলাতের পর বাড়িতে সলাত আদায় করে তবে তা সুন্নাত হবে; যদি তার সলাতুয্‌যুহা (চাশ্‌তের সলাত) পড়ার আমল থাকে, যা আবু সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

৩. যখন ঈদের সলাত মসজিদে আদায় করা হবে, তখন দুই রাকা'আত সলাত পড়েই বসবে। কেননা, আবু কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ

অর্থাৎ, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বসার আগে দুই রাকা'আত সলাত আদায় করে নিবে।"[৪]

৩. ঈদের সলাতের স্থান

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদ বাদ দিয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হতেন। অনুরূপ খলীফাগণও তার উপর আমল করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদ কাছে থাকা সত্ত্বেও ঈদগাহে গমন করতেন। কারণ, সেটাই ছিল উত্তম এবং তিনি নিজ উম্মতের জন্য উত্তম কাজগুলো ছাড়া অন্য কিছুই চালু করতেন না। তবে বর্তমানে মক্কাবাসীদের হারাম শরীফে ঈদের সলাত আদায়ের কারণ এই যে, মক্কা হচ্ছে

---

৪. বুখারী তাও. হা/৪৪৪, মুসলিম মাশা. হা/১৬৮৭, নাসাঈ মপ্র. হা/৭৩০, তিরমিযী মাপ্র. হা/৩১৬, মিশকাত হাএ. হা/৭০৪

www.waytojannah.com

পাহাড়–পর্বতে ভরা। আর সেখানে থেকে খোলা মাঠ অনেক দুরে।

৪. ঈদের সলাতের সময়

ঈদের সলাতের সময়, সূর্যের এক বর্শা পরিমাণ উঁচু হওয়া থেকে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। ইমাম ইবনু বাত্তাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, ফুকাহাগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ঈদের সলাত সূর্যোদয় হওয়ার আগে বা সূর্যোদয় হওয়ার সময় পড়া যাবে না, প্রকৃতপক্ষে যে সময় নফল সলাত পড়া জায়েয, সে সময়টি ঈদের সলাতের সময় ।

আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল ফিতরের সলাত বিলম্ব করে পড়তেন এবং ঈদুল আযহা শীঘ্রই আদায় করতেন। ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সুন্নাতের বড় শক্ত অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (ঈদের সলাতের জন্য) বের হতেন না।

৫. ঈদের সলাতের জন্য কোন আযান নেই

ইবনে আব্বাস ও জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন, ঈদুল–ফিতর ও ঈদুল আয্‌হার (সলাতের) জন্য আযান দেওয়া হতো না। জাবির বিন সামুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ

www.waytojannah.com

আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বহুবার ঈদের সলাত পড়েছি; বিনা কোন আযান ও একামতে।[৫]

ইমাম মালিক رحمه الله বলেন, এটিই হচ্ছে সুন্নাত, যাতে আমাদের কোন মতভেদ নেই এবং ইবনু কুদামা এর উপর ইজমা' (ঐক্যমত) উল্লেখ করেছেন। ঈদের সলাতের জন্য একত্রিত করার উদ্দেশ্যে "আস্সলাতু জামিআহ্" (অর্থাৎ, সলাতের জন্য একত্রিত হয়ে যাও) বা অন্য কোন বাক্য দ্বারা কোন ডাক দেয়া হত না। বরং নবী ﷺ ঈদগাহে পৌঁছে গেলেই সলাত আদায় করে নিতেন।

৬. খুত্‌বার আগে ঈদের সালাত

ইমাম ইবনু কুদামা رحمه الله খুত্‌বার পূর্বে ঈদের সলাত আদায়ের উপর ইজমা' (ঐক্যমত) বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনুল মুনযির رحمه الله বলেন, রসূল ﷺ হতে প্রমাণিত আছে যে, তিনি ঈদের দিন খুত্‌বার পূর্বে সলাত আরম্ভ করতেন, তেমনি ভাবে হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনও করতেন, এবং এই মতের উপর মুসলিম বিশ্বের সমস্ত আলিমগণ একমত আছেন। ইবনু আব্বাস رضي الله عنهما বলেন,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

---

৫. মুসলিম মাশা. হা/২০৮৮. আবু দাউদ আলএ. হা/১১৪৮, মিশকাত হাএ. হা/১৪২৭

www.waytojannah.com

আমি নাবী ﷺ, আবু বক্‌র, উমার, ও উসমান (রাঃ) এর সাথে উপস্থিত ঈদের সলাতে থেকেছি, তাঁরা সবাই খুত্‌বার পূর্বে (ঈদের) সলাত আদায় করতেন।[৬]

৭. ঈদের সলাতের তাকবীর

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন: মুসলিম উম্মত এই ব্যাপারে একমত যে, ঈদের সলাত অতিরিক্ত তাকবীরে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

তাকবীরের সংখ্যা: প্রথম রাকাতে রুকুর তাকবীর ছাড়া সাত তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে উঠে দাঁড়ানোর তাকবীর ছাড়া পাঁচ তাকবীর দিবে। এটিই ফুকাহায়ে সাব'আর (তাবেঈগণের মধ্যে প্রখ্যাত সাতজন ফকীহগণ) অভিমত।

আম্‌র বিন শুয়াইব আপন পিতা হতে এবং তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, সেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيْدِ سَبْعًا وَخَمْسًا . حسن صحيح

নবী ﷺ ঈদের সলাতে বারো তাকবীর দিয়েছেন; প্রথম রাকা'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে পাঁচ তাকবীর।[৭]

---

৬. বুখারী তাও. হা/৯৬২, মুসলিম মাশা. হা/২০৮৯ ইবনে উমার রা. হতে বর্ণিত, নাসাঈ মপ্র. হা/১৫৬৪, তিরমিযী মাপ্র. হা/৫৩১, মিশকাত হাএ. হা/৭০৪

প্রত্যেক তাকবীরের সাথে তিনি উভয় হাত উঠাতেন। এই বিষয়ে ওয়াইল বিন হুজরের হাদীস বর্ণিত আছে যে, তিনি ﷺ প্রত্যেক তাকবীরের সাথে আপন হাত দু'খানা উঠাতেন।

তাকবীরের মাঝে যিক্‌র ঃ এই ব্যাপারে নবী ﷺ থেকে কোন কিছু উল্লেখিত হয়নি। তবে উক্‌বা বিন আমের (রাঃ) বলেন, আমি ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম যে, ঈদের তাকবীরগুলোর পরে কী বলবে? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণ-গাণ করবে এবং নবী ﷺ এর উপর সলাত (দরূদ) পাঠ করবে।

৮. ঈদের সলাতের ক্বিরাত

ঈদের সলাতের প্রথম রাকা'আতে 'সূরাহ্ ক্বা'ফ' ও দ্বিতীয় রাকা'আতে 'সূরাহ্ ক্বমার' পাঠ করা সুন্নাত। কেননা, নবী ﷺ উভয় ঈদে উক্ত সূরাহ্ দুটি পাঠ করতেন যা আবু ওয়াকিদ আল-লাইসীর হাদীসে বর্ণিত আছে।

অথবা প্রথম রাকা'আতে সূরাহ আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে 'সূরাহ গাশিয়াহ্'। কারণ, নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীসে আছে যে, নবী ﷺ ঈদের সলাতে ঐ সূরাহ দুটি পাঠ করতেন।[৮]

---

৭. ইবনু মাজা: তাও. হা/১২৭৮ ও আহমাদ, আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন

৮. মুসলিম আশা. হা/২০৬৫, মিশকাত হাএ. হা/৮৪০

যখন ঈদ ও জুম'আ একই দিনে মিলিত হবে তখন উভয় সূরাহ্ ঈদে ও জুম'আতে পাঠ করলে কোন আপত্তি নেই; কেননা উভয় সূরাহ্ উক্ত দুই সলাতে পাঠ করা সুন্নাত।

৯. ঈদের সলাতে কাযা করা

(ক) যদি ঈদের সংবাদ সূর্য মাথার উপর থেকে ঢলার পর (বিকেলে) জানা যায়, তাহলে পরের দিন (ঈদের) সলাত আদায় করবে। কারণ, হাদীসে বর্ণিত আছে-

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ

অর্থ: উমাইর বিন আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আনসার গোত্রের তার জনৈক চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একবার মেঘমালার কারণে শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ আমরা দেখতে পাইনি, তাই আমরা রোযা অবস্থায় সকাল করি। অতঃপর সেই দিনের শেষাংশে একটি যাত্রীদল এসে সাক্ষ্য দিল যে, গতকাল তারা নতুন চাঁদ দেখেছে। ফলে নবী (ﷺ) সেই দিন সিয়াম

(রোযা) ভঙ্গ করার এবং আগামী দিন ঈদের (সলাতের) জন্য (ঈদগাহে) বের হওয়ার নির্দেশ দিলেন।[৯]

(খ) যদি ইমাম (ঈদের সলাতের) তাশাহ্হুদে থাকেন (এমতাবস্থায় কেউ জামাতে শরীক হয়), তাহলে সেও তাশাহ্হুদে বসে যাবে, তারপর (ইমাম) যখন সালাম ফিরে নিবেন, তখন সে দাঁড়িয়ে যাবে এবং দুই রাকা'আত সলাত আদায় করবে, দুই রাকা'আতেই তাকবীরগুলি পাঠ করবে।

(গ) যদি কোন ব্যক্তি ঈদের সলাত ইমামের সাথে আদায় করতে না পারে (ছুটে যায়), তবে এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।

১. সে চার রাকা'আত কাযা আদায় করবে, এই মতটি হচ্ছে ইমাম আহমাদ ও ইমাম সাওরীর। তাঁদের দলীল হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (رضي الله عنه) এর বাণী "যার ইমামের সাথে ঈদের সলাত ছুটে গেল সে যেন চার রাকা'আত আদায় করে নেয়"।

২. সে দুই রাকা'আত কাযা আদায় করবে। ইমাম বুখারী বলেন, "যদি ঈদের সলাত ছুটে যায়, তাহলে দুই রাকা'আত আদায় করবে" এর আধ্যায়। এইমত অনুযায়ী মহিলারা এবং যারা বাড়িতে ও পল্লী গ্রামে থাকে, তারাও দুই রাকা'আত পড়বে। কারণ, নবী ﷺ এর বাণী: "এটি

---

৯. আহমদ ও নাসাঈ, আবূ দাউদ আলএ. হা/১১৫৯, সুনান আদ-দারাকুতনী যাশা. হা/১৪, আল্লামা আলবানী (রহিমাহুমুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন

www.waytojannah.com

আমাদের মুসলিমদের ঈদ”[১০] এবং আনাস বিন মালিক আপন স্বাধীনকৃত দাস ইবনু আবি উতবাকে “যাবিয়া” নামক স্থানে তাঁর পরিবার পরিজন ও পুত্রদের একত্রিত করার আদেশ দেন এবং শহরবাসীদের মত তাকবীরের সহিত (ঈদের) সলাত আদায় করেন।

৩. কাযা করা ও না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে। আবার যদি কেউ কাযা করে, তবে দুই ও চার রাকা‘আত আদায় করার ব্যাপারেও সে স্বাধীন। এটা ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণিত একটি মত।

৪. যদি সে দ্বিতীয় জামাতে (ঈদের) সলাত আদায় করে তাহলে দুই রাকা‘আত, আর একা আদায় করলে চার রাকা‘আত আদায় করবে।

১০. সফরে ঈদের সলাত

ক. যদি কোন ব্যক্তি সফরে থাকে এবং সে (স্থানীয়) লোকদের কাছে (ঈদের) সলাত আদায় অবস্থায় উপস্থিত হয়, তবে সে যেন তাদের সাথে (ঈদের) সলাত আদায় করে নেয়।

অনুরূপ হচ্ছে জুম‘আর বিধান।

খ. যদি কোন দল সফর করে তবে তাদের জন্য জুম‘আ বা ঈদের জামা‘আত প্রতিষ্ঠিত করা চলবে না এই জন্য যে, তা সফরে শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ, এটা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হচ্ছে স্থায়ীভাবে বসবাস।

---

১০. বুখারী, মুসলিম

www.waytojannah.com

১১. জুম্'আ ও ঈদ একত্রিত হওয়া

عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ

ক. ইয়াস বিন আবি রামলাহ্ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া বিন আবি সুফয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি যায়েদ বিন আরকাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এমন কোন দিন উপস্থিত ছিলেন, যেই দিন দুই ঈদ (ঈদ ও জুম'আ) একত্রিত হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে তিনি কেমন করেছিলেন? তিনি বললেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের সলাত আদায় করলেন, তারপর জুম'আর ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে বললেন, যে চাইবে, (জুম'আর) সলাত আদায় করবে।[১১]

খ. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

---

১১. আবু দাউদ আলএ. হা/১০৭০ ও ইবনু মাজাহ্, সুনান আদ-দারেমী মাশা. হা/১৬১২, আল্লামা আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

www.waytojannah.com

Contents

তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তোমাদের আজকের এই দিনে দু'টি ঈদ একত্রিত হয়েছে, তাই যে চাইবে তার জুম'আর জন্য (এই ঈদের সলাত) যথেষ্ট হবে, তবে আমরা জুম'আর সলাত আদায় করবো।[১২]

পূর্বে উল্লেখিত আলোচনার ভিত্তিতে যে ব্যক্তি ঈদের সলাত আদায় করবে সঠিক মতে জুম'আর সলাত না আদায় করলেও তার জন্য যথেষ্ট হবে।

১২. ঈদের খুত্বার বিধান

ঈদের খুত্বায় উপস্থিত হওয়ার সঠিক বিধান হচ্ছে যে, তা সুন্নাত। কারণ,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

অর্থঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনুস সায়িব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ঈদে উপস্থিত হলাম, অতঃপর তিনি সলাত সম্পন্ন করে বললেন, আমি খুত্বা প্রদান করব, তাই যে খুত্বা শোনার জন্য বসতে চাইবে সে বসুক, আর যে চলে যেতে চায়, সে চলে যাক।[১৩]

---

১২. আবু দাউদ আলএ. হা/১০৭৩ ও ইবনু মাজাহ. সহীহ

১৩. আবু দাউদ আলএ. হা/১১৫৫ হাদীসটিকে ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন।

www.waytojannah.com

শাইখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, যে ব্যক্তি বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্যদের সংকলিত হাদীসের দিকে লক্ষ্য করবে, তার জন্য স্পষ্ট হবে যে, নবী ﷺ (ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার) শুধুমাত্র একটিই খুত্‌বা দিয়েছেন।

ঈদের সুন্নাত ও মুস্‌তাহাব কাজসমূহ

১. ঈদে তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করা

দুই ঈদের রাতে মুসলিমদের জন্য উত্তম হচ্ছে মসজিদে, বাড়িতে এবং রাস্তা পথে সফরে হোক বা বাসস্থলে হোক তাকবীর পাঠ করা। দলীল: মহান আল্লাহ্‌র বাণী-

﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ﴾

অর্থাৎ- 'এবং তোমাদেরকে যে সুপথ দেখিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব বর্ণনা কর'[১৪]। ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত রাস্তায় তাকবীর পাঠ করতে থাকবে এবং এই তাকবীর উঁচ্চস্বরে পাঠ করবে। এই বিষয়ে সাহাবীগণ ও তাবেঈন হতে অনেক (আসার) হাদীস বর্ণিত হয়েছেন। মহিলারাও তাকবীর পাঠ করবে কিন্তু তারা নিচু স্বরে পাঠ করবে। কারণ, উম্মে আতিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "....আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন (বাড়িতে থাকা)

১৪. সূরাহ্ বাকারাহ্- ১৮৫

www.waytojannah.com

নারীদের ঈদের দিন (ঈদগাহে) নিয়ে যাই, অতঃপর তারা যেন মুসলিমদের জামা'আত ও দু'আয় উপস্থিত হয়"।

২. গোসল এবং সাজ-সজ্জা

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, "ঈদ ও তাতে সজ্জিত হওয়ার অধ্যায়"। অতঃপর তিনি এই অধ্যায়ে ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত একটি হাদীস নিয়ে আসেন, তিনি বলেন, উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একটি কারুকার্যখচিত রেশমী জুব্বা নেন যা বাজারে বিক্রয় হচ্ছিল, তারপর তা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত হন। অতঃপর বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি এটি খরিদ করে নিন এর দ্বারা আপনি ঈদের ও প্রতিনিধিদলগুলোর জন্য সাজবেন....। ইবনু কুদামা বলেন, এটা প্রমাণ করে যে, তাঁদের নিকট এই সব ক্ষেত্রে সজ্জিত হওয়ার বিষয়টি সচরাচর ছিল। আর ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ঈদে তাঁর সর্বাধিক সুন্দর কাপড়টি পরিধান করতেন।

ইমাম মালিক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি আলিমগণ থেকে শুনেছি, তাঁরা প্রত্যেক ঈদে সুগন্ধি এবং সজ্জিত হওয়া পছন্দ করেন এবং গোসল সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রত্যেক ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন।

৩. ঈদের সলাতের পূর্বে খাওয়া

ক. আনাস বিন মালিক (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ

নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদগাহে) বের হতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু খেজুর খেয়ে না নিতেন।[১৫]

খ. বুরাইদা (ﷺ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ

নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদগাহে) কিছু না খেয়ে বের হতেন না এবং কোরবানীর ঈদের দিন কোরবানী না করা পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করতেন না।[১৬]

অতএব, এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তিনি ﷺ সর্বদা ঈদুল ফিতরের দিন সলাতের পূর্বে কিছু খেতেন এবং ঈদুল আযহার দিন কুরবানী করা পর্যন্ত বিলম্ব করে পানাহার করতেন। যাতে করে সেই দিন সর্বপ্রথম কুরবানীর গোশত খান।

---

১৫. বুখারী তাও. হা/৯৫৩, মুসলিম, মিশকাত হাএ. হা/১৪৩৩
১৬. আহমাদ, মাশা. হা/২২৯৮৪, তিরমিযী মাপ্র. হা/৫৪২

৪. ঈদগাহে বের হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করা

ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, "ঈদের জন্য তাড়াতাড়ী করার অধ্যায়"। অতঃপর তিনি বারা'আ (ﷺ) হতে বর্ণিত হাদীস তুলে ধরেন, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের কুরবানীর দিন খুত্বা প্রদান করলেন এবং বললেন,

أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ

"নিশ্চয় আমাদের আজকের দিনে যে কাজটি আমরা সর্বপ্রথম আদায় করব তা হলো (ঈদের) সলাত"।[১৭]

হাফিয ইবনু হাজার (রহিমাহুল্লাহ্) বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, ঈদের দিন সলাতের জন্য প্রস্তুতি এবং তার উদ্দেশ্যে বের হওয়া ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, আর এর দাবী হচ্ছে যে, তার আগে যেন তা ছাড়া অন্য কোন কাজ না করা হয়। তাই এর জন্য সকালেই বের হতে হবে।

৫. মহিলা ও শিশুদের ঈদগাহে যাওয়া

মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে উম্মে আতিয়্যাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, "আমাদের রসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা ঈদুল ফিতরে ও ঈদুল আযহায় যুবতী, অবিবাহিতা ও পর্দানাশীন (বাড়িতে থাকা) নারীদের (ঈদগাহে সলাতের জন্য) বের করি, অতঃপর

---

১৭. বুখারী হা/৯৬৫, মুসলিম হা/১৯৬১

www.waytojannah.com

ঋতুবতী নারীরা সলাত হতে সরে থাকবে এবং কল্যাণে ও মুসলিমদের দু'আয় উপস্থিত হবে"।[১৮]

শিশুদের বিষয়ে ইবনে আব্বাস (رضي الله عنهما) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর সাথে ঈদুল ফিত্‌র বা ঈদুল আয্‌হায় বের হলাম অতঃপর তিনি সলাত আদায় করলেন তারপর খুত্‌বা পাঠ করলেন। অন্য এক হাদীসে আছে, "যদি আমার মর্যাদা না থাকত, তাহলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে আমি ঈদগাহে উপস্থিত হবার সুযোগ পেতাম না" অর্থাৎ নবী ﷺ এর অন্তরে যদি আমার আদর-স্নেহ না থাকত।[১৯]

৬. ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া

ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া সম্পর্কে তিনটি মারফূ হাদীস (নবী ﷺ এর বরাতে বর্ণিত) রয়েছে, কিন্তু তার সবগুলি হচ্ছে দূর্বল হাদীস, যেমন হাফিয ইবনু হাজার (رحمه الله) বলেছেন। আর আলী (رضي الله عنه) থেকে তাঁর একটি উক্তি উল্লিখিত হয়েছে ঃ "সুন্নাত হচ্ছে এই যে, ঈদে যেন হেঁটে আসা হয়"। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই হাদীসের উপর অধিকাংশ আলিমগণের আমল আছে, তাঁরা ঈদগাহে হেঁটে যাওয়া এবং (ঈদুল ফিত্‌রে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার আগে কোন কিছু খেয়ে নেয়াকে মুসতাহাব মনে করেন।

---

১৮. বুখারী তাও. হা/৯৮১ ও মুসলিম

১৯. বুখারী

www.waytojannah.com

৭. ঈদের মুবারকবাদ দেয়া

যুবায়ের বিন নুফাইর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا الْتَقَوْا يَوْمَ الْعِيْدِ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ

রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথীগণ ঈদের দিন পরস্পর সাক্ষাৎ করলে একে অপরকে বলতেন, "তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিন্‌কা" অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যেন আমাদের ও আপনার হতে (ভাল কাজসমূহ) কবুল করেন।[২০]

জেনে রাখা আবশ্যক যে, ঈদের সলাত শেষে মু'আনাক্বা কোলাকুলী) করা বিদ'আত; কারণ, এটা নবী ﷺ বা তাঁর খুলাফা রাশিদীন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কিংবা সাহাবীগণ ﷺ হতে প্রমাণিত নয়।

৮. ঈদগাহে যাতায়াতে পরিবর্তন

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ

নবী ﷺ ঈদের দিনে (যাতায়াতের) রাস্তা পরিবর্তন করতেন" (এক রাস্তা হয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অপর রাস্তা হয়ে বাড়ি ফিরে আসতেন।[২১]

---

২০. হাসান, তামামুল মিন্নাহ আলবানী ১/৩৭০ পৃ.

২১. বুখারী তাও. হা/৯৮৬, মিশকাত হাএ. হা/১৪৩৪

www.waytojannah.com

৯. ঈদে খুশী-আনন্দ

আয়িশাহ্ ﵂ বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ دَعْهُمَا فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا

"আমার নিকট দুইটি মেয়ে বু'আষ (যুদ্ধ সম্পর্কে) গান গাইছিল এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে প্রবেশ করেন। তারপর তিনি বিছানায় শুয়ে যান এবং আপন মুখমণ্ডল (অন্য দিকে) ফিরিয়ে নেন। এরপর আবূ বাক্‌র ﵁ প্রবেশ করেন অতঃপর আমাকে ধমক দিয়ে বলেন, নবী ﷺ এর সামনে শয়তানের বাঁশী! তারপর রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন এবং বললেনঃ "ওদের ছেড়ে দাও" অতঃপর যখন তিনি ﷺ অমনোযোগী হয়ে গেলেন। আমি মেয়ে দু'টিকে বের হওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলাম, তারপর ওরা বের হয়ে গেল"।[২২]

---

২২. বুখারী তাও. হা/৯৪৯; মুসলিম মাশা. হা/২১০২

www.waytojannah.com

হাফিয ইবনু হাজার (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, এই হাদীস দ্বারা যে সব মাস'আলা প্রমাণিত হয় তার একটি হলো, ঈদের দিন গুলিতে পরিবার-পরিজনের জন্য বিভিন্ন প্রকার ভাল-ভাল পানাহারের ব্যবস্থা করা। যাতে করে ইবাদতের কষ্ট থেকে শরীরের আরাম ও মনের আনন্দ অর্জিত হয়। তবে এই সব পরিত্যাগ করা শ্রেয়। আর এই হাদীস দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, ঈদসমূহে আনন্দ-উৎসব প্রকাশ করা দ্বীনে ইসলামের একটি নিদর্শন।

সমাপ্ত

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত

শায়খ মতীউর রহমান মাদানী এর

লিখিত ও অনূদিত বইসমূহ

- নাবী চরিত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)
- সুরক্ষিত দূর্গ
- সলাত পরিত্যাগ কারীর বিধান
- ইসলাম ঃ মধ্যপন্থা
- জাদুর চিকিৎসা
- ইসলামী জীবন পদ্ধতি
- আক্বীদা ওয়াসীতিয়া
- সরল হজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত
- নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি
- ঈদের সংক্ষিপ্ত মাসায়িল

লেখকের অন্যান্য সকল বই ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী রাজশাহী থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।